

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ভজি উচ্যতে। বদে পাঠী ভবদেবপ্পিঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ”।।

অর্থাৎ, “জন্মমাত্রইে সবাই শূদ্র। সংস্কারে ভজি পদবাচ্য হয়। বদে পাঠইে বপ্পি হন এবং ব্রহ্মকে জানলেইে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য”।

ব্রাহ্মণ শব্দটা এসেছে ব্রহ্ম থেকে, এক অর্থে, যার রয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান সেই ব্রাহ্মণ। বর্ণপ্রথা পাকাপোক্ত হয়ে সনাতন ধর্মে চপে বসার আগে ব্রাহ্মণ হতে পারতেন যে কটে। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা প্রথমতে সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় করছিলেন, পরে ক্রমানুসারে সকলে নানা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; কটে হয় ব্রাহ্মণ, কটে ক্ষত্রিয়, কটে বশৈ্য এবং কটে বা শূদ্র। মহাভারতে আরও বলা হয়েছে যে, যিনি সদাচারী ও সর্বভূতে মতিভাবাপন্ন, যিনি সন্তোষকারী, সত্যবাদী, জতিন্দ্রিয় ও শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ গুণ ও ক্রমানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি, ক্রমানুসারে নয়।

